কালের কণ্ঠ

তারিখ ..07. JUL..2015.....
পৃষ্ঠা ...২০ কলাম...৫......

ইউইও-ডিপিইওর ক্ষমতা কমল

প্রাথমিক শিক্ষক বদলি নীতিমালা সংশোধন

■

সংযুক্তির ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ের হাতে

আজিজুল পারভেজ ▷

চার মাসের মাথায় সংশোধন করা হলো 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক বদলি নীতিমালা'। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বদলির ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতা কমানো হয়েছে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ইউইও) ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার (ডিপিইও)। তাঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা কমিটির সুপারিশ গ্রহণের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কমানো হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) মহাপরিচালকের ক্ষমতাও। সংযুক্তির ক্ষমতা রাখা হয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে। এমনকি সংযুক্তির নির্দিষ্ট সীমারেখাও তুলে দেওয়া হয়েছে। 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলির নির্দেশিকা' নামে সংশোধিত এই নীতিমালা জারি করা হয়েছে গত রবিবার। ছয় পৃষ্ঠার নির্দেশিকাটি পাওয়া যাচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও।

এর আগে ১২ মার্চ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক বদলি নীতিমালা ২০১৫' ঘোষণা করে। এই নীতিমালার অপব্যবহার করে সারা দেশে ব্যাপক বদলি বাণিজ্য ও অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যরা ওই নীতিমালার কঠোর সমালোচনা করে তা সংশোধনের দাবি জানান।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস জানিয়েছেন, ১২ মার্চ জারি করা নীতিমালা সংসদ সদস্যদের প্রস্তাব অনুসারে সংশোধন করে সংসদীয় কমিটিতে জমা দেওয়া হয়েছিল। সংসদীয় কমিটির অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত নীতিমালা জারি করা হয়েছে। গত রবিবার এ সংশোধিত নীতিমালা জারি করা হয়েছে।

নতুন নীতিমালায় সহকারী শিক্ষকদের আন্তবিদ্যালয় বদলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলার শিক্ষা কমিটির সুপারিশের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আগের নীতিমালা অনুসারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এই আদেশ জারি করতে পারতেন। সমন্বয় বদলির ক্ষেত্রেও উপজেলা শিক্ষা কমিটির মতামত গ্রহণের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আগে এই ক্ষমতা ছিল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার হাতে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রয়োজন অনুসারে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের আন্তবিভাগ বদলির ক্ষমতা বিভাগীয় উপপরিচালক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত করতে পারতেন। সংশোধিত নীতিমালায় এই ক্ষমতা কমানো হয়েছে।

সংযুক্তি বদলির ক্ষমতা এককভাবে মন্ত্রণালয়ের হাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকালীন শূন্যতা, সাময়িক বরখাস্তজনিত শূন্যতা বা মাতৃত্বকালীন ছুটির শূন্যতা পূরণের জন্য শিক্ষকদের বদলির ক্ষমতা এত দিন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের হাতে ছিল।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

ইউইও-ডিপিইওর

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রশিক্ষণাধীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ শেষে নিজ পদে প্রত্যাবর্তন করলে সংযুক্তির আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হতো। নতুন নীতিমালায় তা রাখা হয়নি। প্রশাসনিক প্রয়োজনে সংযুক্তির আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ের হাতে আগে থেকে দেওয়া থাকলেও সংযুক্তির মেয়াদ ছিল এক বছর। সংশোধিত নীতিমালায় এই সময়সীমা তুলে দেওয়া হয়েছে।

সংশোধিত নীতিমালা সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আমিনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, সংশোধিত নীতিমালায় অনেক ইতিবাচক দিক আছে, তবে কিছুটা সমস্যাও হবে। বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক প্রভাব বাড়বে। রাজনৈতিক লোকজনই যেহেতু শিক্ষা কমিটিতে স্থান পান সে কারণে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বাড়বে।

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে ধারণা পাওয়া গেছে, সংশোধিত নীতিমালা সহকারী শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমোদনের স্থলে উপজেলা শিক্ষা কমিটির সুপারিশের বিধান যুক্ত হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে বদলি বাণিজ্য ও হয়রানি কিছুটা হলেও কমবে। কারণ উপজেলা শিক্ষা কমিটিতে উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যানদের প্রতিনিধি, স্থানীয় দুজন শিক্ষানুরাগী সদস্যসহ অনেকের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এতে বদলির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসবে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা। তবে সংযুক্তি নিয়ে মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটের বাণিজ্য বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।